বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনেরসার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএ ফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৩টি	৩টি	০০টি	০১টি	০০ টি	০২টি	৩৩%-১০০%	০০ টি	--

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৩টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন	৭৫৭২.৬৮	জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ ও সেবা প্রদান প্রকল্প।	৫৮৯০.৬৭	মার্চ ২০১৬-মার্চ ২০১৮
বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন।	২০৪৮৬.৭৫	জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৮

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন	আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও বিদেশ হতে যন্ত্রপাতি আমদানীতে বিলম্ব হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।
বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন।	হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর হতে সারা দেশের বিমানবন্দরসমূহের কভারেজ ভিডিও মনিটর করার জন্য নতুনভাবে দুটি রাডার ডিসপ্লে ওয়ার্ক ষ্টেশন স্থাপন অন্তর্ভুক্ত করায় মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য প্রকল্পের সরবরাহকৃত দুর্ঘটনায় পতিত ফায়ার ফাইটিং গাড়ি যথাসময়ে মেরামত না করা।	বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুত ফায়ার ফাইটিং গাড়ি মেরামত করতে হবে।
বিমানবন্দরে যাত্রীদের ব্যাগেজ কাটা /চুরি করা , অনুমোদন ব্যতিরেকে স্বর্ণ, অবৈধ মালামালসহ অন্যান্য মালামাল নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে প্রবেশ করা হয়। নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের অনাকাংখিত কার্যক্রম পরিহার করা সম্ভব হবে।	বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রীদের ব্যাগেজ কাটা /চুরি যাওয়া রোধকল্পে নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো সার্বক্ষণিক সচল রাখা , পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীদের কার্যক্রম বেবিচক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং করবে;
সংগৃহীত মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম মার্কিং করা থাকে না।	সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে।
বিমানবন্দরগুলোতে স্থাপিত সকল যন্ত্রপাতি নিয়মিত ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন কারিগরী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।	বিমানবন্দরের সকল যন্ত্রপাতি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
প্রকল্প চলমানকালে অথবা সমাপ্তির পর অডিট সম্পন্ন করা হয় না। সরকারের রাজস্ব অর্থ অথবা উন্নয়ন সহযোগীর অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিরূপণের জন্য অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্য জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন (সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৭)

১.০ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্য জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন (সংশোধিত)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম (পতেঙ্গা) শাহ আমানত বিমানবন্দর।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৮৯৫৫.৮৪	৮৯৫৫.৮৪	৭৫৭২.৬৮	জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৬	জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭	জানুয়ারী ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭	- ১৩৮৩.১৬ - (১৫.৪৪%)	১ বছর (১০০%)

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশের সর্ববৃহৎ এবং পর্যটন ও জাতীয় রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ করে আরএমজি ক্ষেত্রে এ বিমানবন্দরের অবদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল পরিমাণ আরএমজি পণ্য এ বিমানবন্দরের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে রপ্তানী করা হয়। যেহেতু ইউরোপ ও আমেরিকা বাংলাদেশী তৈরী পোশাক, অন্যান্য শুল্ক ও পচনশীল দ্রব্য এবং চিকিৎসা সামগ্রীর বৃহত্তম বাজার, তাই আমদানীকারক দেশগুলোর চাহিদা বিবেচনা করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত সকল পণ্যবাহী বিমানের তল্লাশী ব্যবস্থা আরো আধুনিকায়ন করা দরকার। তাছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নিয়মিতভাবে যুক্তরাজ্যে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। যুক্তরাজ্য পরিবহণ বিভাগ ৩১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে সিনাইয়ের বিস্ফোরক আক্রমণের প্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ কয়েকটি বিমানবন্দরের জন্য কিছু নিরাপত্তা নীতিমালা পরিবর্তন করে। তাদের বিশেষজ্ঞ দল হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সুবিধাদি পরিদর্শন করে বিমানবন্দরের তল্লাশি ব্যবস্থা উন্নয়নের জোরালো পরামর্শ প্রদান করে। দেশের বিমানবন্দরসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ০৫/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জরুরি সভায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নিরাপদ ও সুরক্ষিত এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস নিশ্চিত করা এবং অস্ত্র, বিস্ফোরক বা অন্য কোন বিপজ্জনক ডিভাইস/পদার্থ স্ক্রীনিং-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের যাত্রী ও মালামাল/ব্যাগেজ, কার্গো ইত্যাদি স্ক্যানিং;

২) বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের স্ক্যানিং কাজে পারদর্শী করে তোলা যাতে অস্ত্র, বিস্ফোরক বা অন্য কোন ক্ষতিকর যন্ত্রাংশ বা বস্তু যা বিমানের সংরক্ষিত এলাকা বা বিমানের ভিতরে অবৈধ কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হতে পারে তা প্রতিরোধ করা;

৩) কার্গো ভিলেজে Explosive Detection System (EDS) সংস্থাপনপূর্বক ইউরোপগামী কার্গো স্ক্যানিংপূর্বক কার্গো রপ্তানী নিশ্চিত করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম (ইডিএস)- ২ সেট
(খ) ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (হোল্ড ব্যাগেজ)- ৮ সেট
(গ) ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (কেবিন ব্যাগেজ)- ১৪ সেট
(ঘ) আন্ডার ভেহিক্যাল স্ক্যানিং সিস্টেম- ৯ সেট
(ঙ) এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর- ১৪ সেট
(চ) লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম- ৬ সেট
(ছ) ব্যারিয়ার গেইট-রিফাইড কার্ড রিডারসহ (ভেহিক্যাল)- ৫ সেট
(জ) ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার- ৪ সেট
(ঝ) ডাবল কেবিন পিকআপ- ১টি

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	ফ্যাক্টরী ট্রেনিং	জন	১৮	৪৭.০০	১৮	-
২	লোকাল ট্রেনিং	জন	৩০০	৫৭.০০	২১৮	-
৩	ফ্যাক্টরী একসেপ্টেন্স টেস্ট	জন	১৩	৩১.২০	১৩	-
৪	এডমিনিস্ট্রেটিভ (সম্মানী, স্টেশনারী, ফটোকপি, প্রিন্টার ইত্যাদি)	থোক	-	১.০০	-	১.০০
৫	হাইয়ারিং এভিয়েজন সিকিউরিটি ইন্সট্রাক্টর/ কনসালটেন্ট (স্ক্রিনার ট্রেনিং-এর জন্য)	জনমাস	৪.৭৮	১৮০.৩৭	-	-
৬	ট্যাক্স, ভ্যাট (ইন্সট্রাক্টর/ কনসালটেন্ট) (৪৫%)	থোক	-	৮১.১৭	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৩৯৭.৭৪**		**১.০০**
	(খ) মূলধন খাতঃ					
৭	এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম (ইডিএস)	সেট	২	৩৯০৬.০০	২	৩৬৫১.২৫
৮	ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (হোল্ড ব্যাগেজ)	সেট	৮	৯৫৯.২০	৮	৭৭২.০০
৯	ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (কেবিন ব্যাগেজ)	সেট	১৪	১১৭৮.১০	১৪	১০৭১.০০
১০	আন্ডার ভেহিক্যাল স্ক্যানিং সিস্টেম	সেট	৯	৭৯২.০০	৯	৬৭২.৪২
১১	এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর	সেট	১৪	৮৮৬.৬০	১৪	৬৩০.০০
১২	লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম	সেট	৬	৪৭৫.২০	৬	৪৫৩.০০
১৩	ব্যারিয়ার গেইট-রিফাইড কার্ড রিডারসহ (ভেহিক্যাল)	সেট	৫	৬৬.০০	৫	৩৩.২০
১৪	ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার	সেট	৪	৫২.৮০	৪	৭৪.৯৭
১৫	এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর মেশিন	সেট	১৮	১৫৮.৪০	১৮	১৬৮.৮৪
১৬	ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১	৪৫.০০	১	৪৫.০০
	উপ-মোট (মূলধন):			**৮৫১৯.৩০**		**৭৫৭১.৬৮**
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	২%	৩৮.৮০	-	-
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৮৯৫৫.৮৪**		**৭৫৭২.৬৮**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ৮৯৫৫.৮৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮/০৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

- আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও বিদেশ হতে যন্ত্রপাতি আমদানীতে বিলম্ব হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৃদ্ধি করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৫-২০১৬	-	-	-	-	-	-	-
২০১৬-২০১৭	৫২৩০.৯৬	৫২৩০.৯৬	-	৩৮৫০.০০	৩৮৪৮.৫৪	৩৮৪৮.৫৪	-
২০১৭-২০১৮	৩৭২৪.৮৮	৩৭২৪.৮৮	-	৩৭২৪.৮৮	৩৭২৪.১৪	৩৭২৪.১৪	-
মোটঃ	**৮৯৫৫.৮৪**	**৮৯৫৫.৮৪**	-	**৮৯৫৫.৮৪**	**৭৫৭২.৬৮**	**৭৫৭২.৬৮**	**-**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব মোঃ হামিদুল হক, পরিচালক, সিএএবি	০৯/১২/২০১৫	৩১/১২/২০১৭

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ বিমানবন্দরে ইউরোপগামী রপ্তানীকৃত মালামালের স্ক্যানিং করার জন্য কার্গো ভিলেজে ২ সেট এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম (ইডিএস) স্থাপন বাবদ ডিপিপিতে ৩৯০৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩৬৫১.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ বিদেশগামী যাত্রীদের কেবিন ব্যাগেজ ও হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং -এর জন্য যথাক্রমে ৮ সেট ও ১৪ সেট ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন করা হয়। এতে সর্বমোট ১৮৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ বিমানবন্দরের প্রবেশকৃত যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহন স্ক্যানিং করার জন্য ৯টি গেইটে ৯ সেট আন্ডার ভেহিক্যাল স্ক্যানিং সিস্টেম মেশিন স্থাপন করা হয়। এ বাবদ ৬৭২.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ কেবিন ব্যাগেজ স্ক্যানিং করা র জন্য ১৪ সেট এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন করা হয়। এ বাবদ ৬৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ যাত্রীদের ব্যাগেজে বহনকৃত লিক্যুইড পণ্য স্ক্যানিং -এর জন্য ৬ সেট লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ বাবদ ৪৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ০২/০১/২০১৯ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার কাজে স্থাপিত প্রকল্পের বিভিন্ন স্ক্যানিং মেশিন সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক , সংশ্লিষ্ট উপ - পরিচালক, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে RA3 কার্গো এলাকায় ইউরোপগামী পণ্যগুলো স্ক্যানিং করা হয়। উক্ত এলাকায় প্রবেশকালে ১টি Flap Barrier স্থাপন করা হয়। কার্গো এলাকায় কোন ব্যক্তি শরীরে কোন বিস্ফোরক বা অবৈধ মালামাল বহন করলে উক্ত মেশিন দিয়ে স্ক্যানিং করা হয়। ১ম পর্যায়ে Dual view X-Ray Scanner মেশিনের সাহায্যে মালামাল স্ক্যানিং করা হয়। পরবর্তীতে ২য়বার Explosive Detection System (EDS) (CT-Computed Tomography) মেশিনের সাহায্যে মালামাল স্ক্যানিং করা হয়। কার্গো ভিলেজে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, ইউরোপগামী পণ্যগুলো অধিক নিরাপত্তা দিয়ে স্ক্যানিং করা হয়। প্রকল্পের এসব স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন করায় কার্গো পণ্য স্ক্যানিং করা সহজে সম্ভব হয়েছে।

১৪.২ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানী ও রপ্তানী কার্গো ভিলেজের প্রতিটি প্রবেশ গেইট , ভিআইপি গেইট, অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসহ যেসব গেইট দিয়ে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী সকল যানবাহন বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে সেগুলো স্ক্যানিং-এর জন্য ৯টি গেইটে ৯ সেট Under Vehicle Scanning System (UVSS) ও ৫ সেট Barrier Gate with RFID Card Reader for Vehicle মেশিন স্থাপন করা হয়। এসব মেশিনের সাহায্যে পুরো গাড়ীর উপরিভাগ ও নিম্নভাগ স্ক্যানিং করা হয় এবং এসব ভিডিও সফটওয়ারে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে। কোন গাড়ীতে বিস্ফোরক বা বিপদজনক কোন পদার্থ থাকলে তাও বোঝা যায়।

১৪.৩ বিমানবন্দরের টার্মিনালে যাত্রীর মালামাল ও হ্যান্ড ব্যাগ স্ক্যানিং করার জন্য ৮ সেট ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (হোল্ড ব্যাগেজ), ১৪ সেট ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (কেবিন ব্যাগেজ) ও ৬ সেট লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়। বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে যাত্রীর ব্যাগেজ ও হ্যান্ড ব্যাগ দুই স্তরের স্ক্যানিং করা হয়। ফলে কোন যাত্রী কোন বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে বিমানে আসা-যাওয়া করতে পারবে না।

১৪.৪ হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান , বিমানবন্দর দিয়ে যে সব যাত্রী আসা-যাওয়া করবে, প্রত্যেকের শরীর, হাতব্যাগ ও লাগেজ অনায়াসে স্ক্যানিং করা সম্ভব হচ্ছে। ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিনের সাহায্যে কোন লাগেজের ভেতরে কোন লিক্যুইড পদার্থ , অস্ত্র, বিস্ফোরক বা অন্য কোন বিপজ্জনক ডিভাইস/পদার্থ থাকুক না কেন এসব মেশিনের সাহায্যে সহজেই তা ধরা পড়বে। কোন যাত্রীর শরীরেও কোন ডিভাইস থাকলে তাও সহজেই স্ক্যানিং করা সম্ভব হচ্ছে।

১৪.৫ পরিদর্শনকালে এ প্রকল্পের অন্যতম সুবিধাভোগী বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত পরিচালক, নিরাপত্তা কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় কালে এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদির গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে এবং বহির্বিশ্বে এর ফলে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বর্তমানে বিস্ফোরকসহ সকল ধরনের ডিভাইস ও লিক্যুইড পদার্থ সহজেই স্ক্যানিং করা সম্ভব হচ্ছে।

১৪.৬ প্রকল্পের আওতায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীর মালামাল ও হ্যান্ড ব্যাগ স্ক্যানিং করার জন্য ১ সেট ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (হোল্ড ব্যাগেজ), ১ সেট ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (কেবিন ব্যাগেজ), ১ সেট Under Vehicle Scanning System (UVSS), ২ সেট এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর (ইটিডি) ও ১ সেট লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়। বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে গাড়ী প্রবেশ, যাত্রীর ব্যাগেজ ও হ্যান্ড ব্যাগ যথাযথভাবে স্ক্যানিং করা হয়। ফলে কো ন যাত্রী কোন বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে বিমানে আসা -যাওয়া করতে পারবে না। পরিদর্শনকালে সিলেট বিমানবন্দরে ২ সেট এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর (ইটিডি) পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, ১ সেট ইটিডি মেশিন সমস্যা দেখা দেয়ায় মেরামত করার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে প্রে রণ করা হয় এবং ১ সেট ইটিডি মেশিন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কিছুদিন পূর্বে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে সিলেট বিমানবন্দরে ইটিডি মেশিন নেই।

১৪.৭ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

(লক্ষ টাকায়)

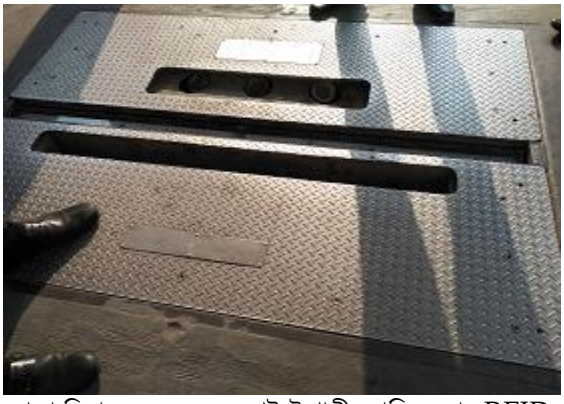
ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	ডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
০১	লট-১: ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (হোল্ড ব্যাগেজ), ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (কেবিন ব্যাগেজ), লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম সংগ্রহ ও স্থাপন	২৬১২.৫০	২২৯৬.০০	০৮/০৩/১৭	০৬/০৭/১৭	২৯/০৬/১৭
০২	লট-২: আন্ডার ভেহিক্যাল স্ক্যানিং সিস্টেম , ব্যারিয়ার গেইট - রিফাইড কার্ড রিডারসহ (ভেহিক্যাল), ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার মেশিন ফর হিউম্যান সংগ্রহ ও স্থাপন	৯১০.৮০	৭৮০.৫৯	০৮/০৩/১৭	০৬/০৭/১৭	২৯/০৬/১৭
০৩	লট-৩: এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম (ইডিএস) স্থাপন	৩৯০৬.০০	৩৬৫১.২৫	০৮/০৩/১৭	০৬/০৭/১৭	২৮/০৭/১৭
০৪	লট-৪: এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর ও কম্পিউটার সফটওয়ারসহ এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন	১০৪৫.০০	৭৯৮.৮৪	০৮/০৩/১৭	০৬/০৭/১৭	২৯/০৬/১৭
০৫	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	৪৫.০০	৪৫.০০	৩০/০৪/১৭	২৯/০৬/১৭	০২/০৫/১৭



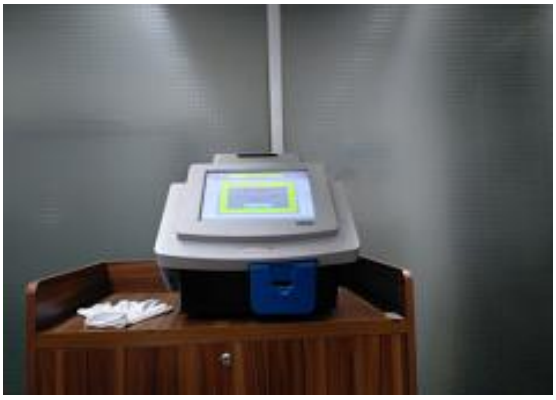
ঢাকা বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে রপ্তানীকৃত মালামাল স্ক্যানিং করার



Exclusive Detection System (EDS) মেশিন

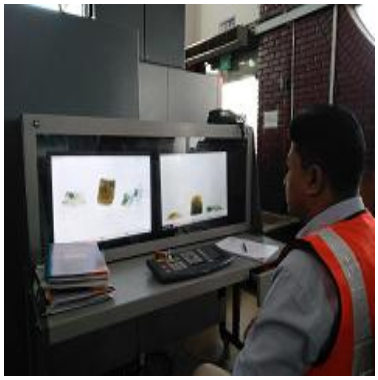


ঢাকা বিমানবন্দরের সকল গেইটে গাড়ী স্ক্যানিং করার RFID Card Reader for Vehicle মেশিন



Exclusive Trace Detector (ETD) Machine





Dual view X-Ray Scanning Machine for Hold Baggage



Flap Barrier for Human

১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহের যাত্রী ও মালামাল/ব্যাগেজ, কার্গো ইত্যাদি স্ক্যানিং;	প্রকল্পের আওতায় ৮ সেট ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (হোল্ড ব্যাগেজ), ১৪ সেট ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (কেবিন ব্যাগেজ), ৯ সেট আন্ডার ভেহিক্যাল স্ক্যানিং সিস্টেম, ১৪ সেট এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর, ৬ সেট লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম, ৫ সেট ব্যারিয়ার গেইট-রিফাইড কার্ড রিডারসহ (ভেহিক্যাল), ৪ সেট ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার, ১৮ সেট এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ফলে যাত্রীসহ হোল্ড ব্যাগেজ, কেবিন ব্যাগেজ, লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ও বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
	প্রবেশকৃত যানবাহন সহজেই স্ক্যানিং করা সম্ভব হচ্ছে;
২) বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের স্ক্যানিং কাজে পারদর্শী করে তোলা যাতে অস্ত্র, বিস্ফোরক বা অন্য কোন ক্ষতিকর যন্ত্রাংশ বা বস্তু যা বিমানের সংরক্ষিত এলাকা বা বিমানের ভিতরে অবৈধ কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হতে পারে তা প্রতিরোধ করা;	বিমানবন্দরের নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রকল্পের অর্থে স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন পরিচালনার জন্য বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে ও বিমানে ক্ষতিকর যন্ত্রাংশ বহন প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে;
৩) কার্গো ভিলেজে Explosive Detection System (EDS) সংস্থাপনপূর্বক ইউরোপগামী কার্গো স্ক্যানিংপূর্বক কার্গো রপ্তানী নিশ্চিত করা।	ইউরোপগামী রপ্তানীযোগ্য মালামালের কার্টুন স্ক্যানিং-এর জন্য কার্গো ভিলেজে ২ সেট এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম (ইডিএস) মেশিন স্থাপন করা হয়। এতে ইউরোপগামী মালামালসমূহ ২টি স্তরে স্ক্যানিং করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ ও যাত্রীদের চলাচলের সকল গেইটে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন করা হয়। বর্তমানে কার্গো মালামাল এবং যাত্রীদের শরীরসহ লাগেজ ও হ্যান্ড ব্যাগ স্ক্যানিং করা সহজ হয়েছে। যেকোন ধরনের বিস্ফোরক, ডিভাইস ও লিক্যুইড প দার্থ স্ক্যানিং করা হচ্ছে। এসব মূল্যবান যন্ত্রপাতি /স্ক্যানিং পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বরত কারিগরি জনবলের মনিটরিং আরও জোরদার করা প্রয়োজন রয়েছে।

১৬.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি /স্ক্যানিং মেশিন ৩টি বিমানবন্দরে স্থাপন করা হয়েছে। এসব মেশিনগুলোর গ্যারান্টি কা ল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সিএএবি কর্তৃপক্ষ কিভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে , এসব মেশিন মেরামতের জন্য সিএএবি কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল রয়েছে কি -না তা জানা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে গ্যারান্টি কাল বলবৎ থাকায় সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের সহায়তায় যথাযথ সম্মানী প্রদানের মাধ্যমে মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এসব মেশিন মেরামতের জন্য যথাযথ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রয়োজন রয়েছে।

১৬.৩ প্রকল্পের দুটি অঙ্গে ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে অধিক ব্যয় হয়। যেমন - ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার অঙ্গে ডিপিপি সংস্থান ছি ল ৫২.৮০ লক্ষ টাকা। এ অঙ্গে ব্যয় হয় ৭৪.৯৭ লক্ষ টাকা। এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর মেশিন অঙ্গে ডিপিপি সংস্থান ছিল ১৫৮.৪০ লক্ষ টাকা। এ অঙ্গে ব্যয় হয় ১৬৮.৮৪ লক্ষ টাকা। দুটি অঙ্গে মোট ৩২.৬১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয় এবং অন্য অঙ্গের অর্থ হতে এ ব্যয় সমন্বয় করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অথবা প্রকল্প সংশোধন ব্যতিরেকে কোন অঙ্গে অধিক ব্যয় করা এবং এক অঙ্গের অর্থ অন্য অঙ্গে ব্যয় করা আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। প্রকল্পের দুটি অঙ্গে অধিক ব্যয় আর্থিক শৃংখলা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

১৬.৪ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি/স্ক্যানিং মেশিনগুলোর গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকল্পের নাম লিখা হয়নি। ফলে এ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প থেকে এ ধরনের যেসব স্ক্যানিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে তা সনাক্ত করা যাচ্ছে না।

১৬.৫ সিলেট বিমানবন্দরে ২ সেট এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর (ইটিডি) সরবরাহ করা হলেও পরিদর্শনকালে পাওয়া যায়নি। ১ সেট ইটিডি মেশিন মেরামত করার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় এবং ১ সেট ইটিডি মেশিন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কিছুদিন পূর্বে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে সিলেট বিমানবন্দরে ইটিডি মেশিন নেই।

১৬.৬ প্রকল্পটি ডি সেম্বর ২০১৭-এ সমাপ্ত হয়। মার্চ ২০১৮ মাসে প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে। মার্চ ২০১৮তে অডিট সম্পন্ন হলেও প্রকল্প পরিদর্শন সময় পর্যন্ত অডিট প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের ক্রয়কৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি/স্ক্যানিং মেশিন পরিচালনার জন্য দায়িত্বরত কারিগরি জনবলের মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন;

১৭.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি /স্ক্যানিং মেশিনগুলো ভবিষ্যতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ কোন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

১৭.৩ ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার ও এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর মেশিন ক্রয় এ দুটি অঙ্গে ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়ের (৩২.৬১ লক্ষ টাকা) বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তার ব্যাখ্যা আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.৪ প্রকল্পের সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৫ সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে ১টি এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর (ইটিডি) মেশিন মেরামত এবং ১টি ইটিডি মেশিন হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে দ্রুত স্থানান্তর করে স্থাপন করতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদন দ্রুত সংগ্রহপূর্বক তা আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ ও সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত) কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ মার্চ, ২০১৮)

১.০ সমীক্ষা প্রকল্পের নাম : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ ও সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৪.০ সমীক্ষার এলাকা : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা

৫.০ স্টাডির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭৩৯৭.৮০	৭৩৯৭.৮০	৫৮৯০.৬৭	মার্চ ২০১৬-মার্চ ২০১৮	মার্চ ২০১৬-মার্চ ২০১৮	মার্চ ২০১৬-মার্চ ২০১৮	(-) ১৫০৭.১৩	-

■ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশে এয়ার ট্রাফিক ব্যবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বিমানবন্দরের বিদ্যমান অবকাঠামো সুবিধা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। বৈশ্বিকীকরণের শুরুতে, কার্গো পরিবহন এবং যাত্রী বিমান পরিবহন নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছে এবং উভয় যাত্রী এবং কার্গো পরিবহন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। বিমান পরিবহন নিরাপত্তা বিমান শিল্পের জন্য একটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সমস্ত যাত্রীর স্ক্রীনিং অথবা যথাযথ নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ, কেবিন লাগেজ, হোল্ড লাগেজ, ইন ফ্লাইট সরবরাহ, মালামাল এবং ডাক যোগাযোগের নিরাপত্তা প্রদান খুবই অপরিহার্য। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশের বৃহত্তম বিমানবন্দর এবং দেশের সকল বিমানবন্দরের কেন্দ্রবিন্দু। পর্যটন শিল্প এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে তৈরি পোষাক সেক্টরে এ বিমানবন্দর জাতীয় অর্থনীতির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে। রপ্তানীযোগ্য পণ্যের বি পুল সংখ্যক এ বিমানবন্দরের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে যাচ্ছে। যেহেতু ইউরোপ ও আমেরিকায় বাংলাদেশের তৈরি পোষাক এবং অন্যান্য শুষ্ক, হিমায়িত ও মেডিকেল উপকরণ রপ্তানী করা হয় তাই প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ কার্গো বিমান হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আগমন ও প্রত্যাবর্তন করে। ইউকে নিরাপত্তা দল কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের কার্গো নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নিরাপত্তা জনবল নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রস্তাব করে। সে লক্ষ্যে একটি বৃটিশ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বিমানবন্দরের সিকিউরিটি ব্যবস্থা ধা পে ধাপে উন্নয়নের বিষয় সিদ্ধান্ত হয় এবং আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- বিমানবন্দরের সামগ্রিক নিরাপত্তা সামগ্রিক পরিচালনা ও বিমানবন্দর পরিচালককে সহায়তা করার জন্য বিমানবন্দর নিরাপত্তা পরিচালক নিয়োগ;
- বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিচালককে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অপারেটর ম্যানেজার মোতায়েন করা;
- বিমানবন্দরকে কার্যকরী রাখতে এবং নিরাপত্তা অপারেশন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুপারভাইজার এবং অপারেটর নিয়োগ করা;
- বাংলাদেশী সুপারভাইজার ও স্ক্রীনার্সদের দ্রুত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা বিমানবন্দরে র নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারে;
- বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ গুণগত মানের কর্মসূচি উন্নয়ন , বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য দক্ষ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা;
- বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশী অপারেশনাল ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

- বাংলাদেশী প্রশিক্ষিত এবং সক্ষম নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে নিযুক্ত কর্মীদের ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন এবং পর্যালোচনা;
- নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রামের সাথে সম্মতি যাচাইয়ের জন্য ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের উন্নতিতে সহায়তা করা;
- নিয়মিত পরীক্ষা, নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন মান ধরে রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করা;
- ঘাটতি মোকাবেলার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা;
- পরিদর্শকের একটি উন্নয়নে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সনদ প্রদান বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন করা;
- বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা;
- বিদ্যমান নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও আন্তর্জাতিক মানের নতুন যন্ত্রপাতি সরবরাহে পর্যালোচনা করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- পরামর্শক নিয়োগ
- সরবরাহ ও সেবা
- যানবাহন ক্রয়- ২টি মাইক্রোবাস

৮.০ টিপিপি অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব ব্যয়ঃ					
	পর্যায়-১ (মার্চ-জুলাই ২০১৬)					
১	Remuneration Expenses	জনমাস	৭৪.৮৭	১২৩১.৭০	৭৪.৮৭	১২৩২.৬২
২	Reimbursable Expenses	থোক	-	৫৭২.৬৯	-	২৩৫.৮১
৩	Administrative (Honorium, Bank Charges, stationary photocopy, printer etc)	থোক	-	০.২৮	-	০
৪	Tax, vat for instructor/ Consultant (45%)	থোক	-	৮১১.৯৭	-	৫৫১.৩৮
	পর্যায়-২ (আগস্ট ২০১৬-ফেব্রুয়ারি ২০১৭)					
৫	Remuneration Expenses	জনমাস	৮১.৪৭	১৩০৩.৭০	৮১.৪৭	১১১৭.৬৬
৬	Reimbursable Expenses	থোক	-	৫৩২.১০	-	৫৩২.১০
৭	Administrative (Honorium, Bank Charges, stationary photocopy, printer etc)	থোক	-	২১.৩৭	-	০.৬৯
৮	Tax, vat for instructor/ Consultant (45%)	থোক	-	৮২৬.১১	-	৪৮১.৬৫
	পর্যায়-৩ (মার্চ ২০১৭-মার্চ ২০১৮)					
৯	Remuneration Expenses	জনমাস	৪৮.৫৩	৯২১.৯৭	৪৮.৫৩	৭৯৬.৫৯
১০	Reimbursable Expenses	থোক	-	৪২৫.৮৯	-	৪২৫.৮৯
১১	Administrative (Honorium, Bank Charges, stationary photocopy, printer etc)	থোক	-	২৫.৪৭	-	০.৩৮
১২	Tax, vat for instructor/ Consultant (45%)	থোক	-	৬০৬.৫৪	-	৪৩৭.১১
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**৭২৭৯.৮০**		**৫৮১১.৬৮**
	মূলধন ব্যয়ঃ					
১৩	Transport (Microbus)	সংখ্যা	২	১১৮.০০	-	৭৮.৭৯
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৭৩৯৭.৮০**		**৫৮৯০.৬৭**

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদনঃ

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পের টিপিপি ৭৩৯৭.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১৬ থেকে মার্চ, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯/০৩/২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কয়েকটি অঙ্গের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি সমন্বয় করে প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি না করে ১ম বার সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত টিপিপি ০১/০১/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	নিজস্ব অর্থ	(টাকা)	মোট	টাকা	নিজস্ব অর্থ
২০১৫-২০১৬	৪১৩১.০০	-	৪১৩১.০০	১৯৩৫.৩৮	১৯৩৫.৩৮	-	১৯৩৫.৩৮
২০১৬-২০১৭	৪০১৩.০০	-	৪০১৩.০০	৩০৫৯.৯৪	৩০৫৯.৯৪	-	৩০৫৯.৯৪
২০১৭-২০১৮	১৫০০.০০	-	১৫০০.০০	৮৯৫.৩৫	৮৯৫.৩৫	-	৮৯৫.৩৫
মোটঃ	**৯৬৪৪.০০**	-	**৯৬৪৪.০০**	**৫৮৯০.৬৭**	**৫৮৯০.৬৭**	-	**৫৮৯০.৬৭**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম. কে. জাকির হোসেন, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	২৪.০৩.১৪	১৫.১১.১৬
০২	গ্রুপ ক্যাপ্টেন কাজী ইকবাল করিম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	১৬.১১.১৬	০৫.০৫.১৮
০৩	গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহ আল ফারুক, এনডিসি, পিএসসি পরিচালক, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	০৫.০৫.১৮	সমাপ্তি পর্যন্ত

১৩.০ প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগঃ অনুমোদিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Redline Aviation Security Ltd.) নিয়োগ দেয়া হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষা পরিচাল নার জন্য ৩১৪৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ সরবরাহ ও সেবা ব্যয়ঃ টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সরবরাহ ও সেবা (পুনর্ভরণযোগ্য) বাবদ ১১৯৩.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ যানবাহন ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় ২টি মাইক্রোবাস ক্রয় বাবদ ৭৮.৭৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ১২/০৬/২০১৯ তারিখে ঢাকার কুর্মিটোলায় বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা /কর্মচারীগণ অধিক দক্ষতার সাথে বর্তমানে কাজ করছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমানকালে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যেসব কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে ও সুপারিশ করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের নিরাপত্তায় ১২টি কোর্সে মোট ৯০টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সুপারভাইজার, স্ক্রীনিং মেশিন অপারেটর, ইন্সপেকটর, অপারেশনাল ম্যানেজারসহ মোট ১২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিমান বন্দরের জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক ও ৫টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে যাত্রী ও বিমান চলাচল করছে। অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক রুটে ১৭টি বিমান পরিবহন চলাচল করছে। বাংলাদেশের সাথে ৫২টি দেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করেছে।

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নিরাপত্তা কর্মীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যাত্রীদের বডি, হ্যান্ড ব্যাগ, ব্যাগেজ, কার্গো পণ্য সহজেই কঠোর নিরাপত্তার মাধ্যমে তল্লাশী করতে পারছে। পূর্বে এসব নিরাপত্তা কর্মীরা হ্যান্ড মেটেল ডিটেক্টর দিয়ে যাত্রীদের বডি ও এক স্ক্রীনিং মেশিন দিয়ে ব্যাগেজ তল্লাশী করতো। এতে অনেক ডিভাইস ও বিস্ফোরক দ্রব্য স্ক্যান করা সম্ভব হতো না। বর্তমানে অত্যাধুনিক পিসিআর , এসএসআর, এটিসি সিমুলেটর, ইটিডি, হিউম্যান স্ক্যানার ও ডুয়েল ভিউ স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন করায় বিমানবন্দ রে নিরাপত্তা কর্মীদের তল্লাশী কাজে অনেক সহজ হয়েছে।




হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়



ব্যাগেজে তল্লাশীর জন্য ডুয়েল ভিউ স্ক্যানার



বিমানবন্দরে যাত্রীদের দেহ ও হাতব্যাগ তল্লাশী

১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• বিমানবন্দরের সামগ্রিক নিরাপত্তা সামগ্রিক পরিচালনা ও বিমানবন্দর পরিচালককে সহায়তা করার জন্য বিমানবন্দর নিরাপত্তা পরিচালক নিয়োগ;	বিশেষজ্ঞ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে সিভিল এভিয়েশন ও বিমানের কর্মকর্তারা লন্ডনের মতো অত্যধিক নিরাপত্তা ফ্লাইট পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন সংস্থার সম্মতিক্রমে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কার্যক্রম, উন্নতমানের পরিচালন প্রক্রিয়া, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। কার্গো পণ্য লন্ডনে
• বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিচালককে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অপারেটর ম্যানেজার মোতায়েন করা;	
• বিমানবন্দরকে কার্যকরী রাখতে এবং নিরাপত্তা অপারেশন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুপারভাইজার এবং অপারেটর নিয়োগ করা;	
• বাংলাদেশী সুপারভাইজার ও স্ক্রীনার্সদের দ্রুত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা বিমানবন্দরের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারে;	
• বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ গুণগত মানের কর্মসূচি উন্নয়ন , বাস্তবায়ন ও রক্ষ ণাবেক্ষণ করার জন্য বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য দক্ষ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা ;	
• বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশী অপারেশনাল ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;	
• বাংলাদেশী প্রশিক্ষিত এবং সক্ষম নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে নিযুক্ত কর্মীদের ধীরে ধীরে	

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রতিস্থাপন এবং পর্যালোচনা;	রপ্তানী করা সম্ভব হচ্ছে।
• নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রামের সাথে সম্মতি যাচাইয়ের জন্য ব্যবস্থাসহ মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের উন্নতিতে সহায়তা করা;	
• নিয়মিত পরীক্ষা, নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন মান ধরে রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করা;	
• ঘাটতি মোকাবেলার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা;	
• পরিদর্শকের কাজের উন্নয়নে সহায়তা করা;	
• প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সনদ প্রদান বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন করা;	
• বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা;	
• বিদ্যমান নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও আন্তর্জাতিক মানের নতুন যন্ত্রপাতি সরবরাহে পর্যালোচনা করা।	

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ এটি একটি কারিগরি সহায়তা সেবাধর্মী প্রকল্প। বিমানবন্দরে যাত্রীদের ব্যাগেজ , যাত্রীর শরীর ও কার্গো পণ্য পুঙ্খানুভাবে তল্লাশীর জন্য নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিমানবন্দরে আন্ত র্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী যাত্রীদের যে কোন ধরনের বিস্ফোরক , আগ্নেয়াস্ত্র এবং যে কোন ধরনের নিষিদ্ধ বিপদজ্জনক ডিভাইস বহন সহজে পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনেক উন্নত হয়েছে। বিমানবন্দরের অধিকাংশ এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। তথাপিও মাঝে মধ্যে বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের ব্যাগেজ কেটে মূল্যবান মালামাল চুরি যাওয়া এবং কিছু নিষিদ্ধ মালামাল বহন করার সংবাদ পাওয়া যায়।

১৬.২ প্রকল্পে নিয়োজিত Redline Aviation Security Ltd. তাদের কার্যক্রম চলমানকালে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য খন্ডকালীন প্রতিবেদন দাখিল করেছে যা পরিদর্শনকালে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্র ম সমাপনান্তে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিষয়ে কি কি কাজ সম্পন্ন করেছে বা কোন সুপারিশ করেছে কিনা তার কোন চূড়ান্ত প্রতিবেদন সিএএবি কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেনি যা দুঃখজনক।

১৬.৩ আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী কোন প্রকল্প /সমীক্ষা সমাপ্ত হবার সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কারিগরি সহায়তা এ প্রকল্পের কার্যক্রম মার্চ ২০১৮-তে সমাপ্ত হয় এবং আইএমইডি'তে পিসিআর পাওয়া যায় ৩১/০৩/২০১৮ তারিখে। অর্থাৎ প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির ১ বছর পর পিসিআর পাওয়া যায়। যা মোটেই সমীচীন হয়নি;

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় বিমান বন্দরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী , সুপারভাইজার, স্ক্রীনিং মেশিন অপারেটর, ইন্সপেকটর, অপারেশনাল ম্যানেজারগণ পর্যায়ক্রমে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি তাদের নিরাপত্তা বিষয় উন্নয়নে প্র শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.২ বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রীদের ব্যাগেজ কাটা/চুরি যাওয়া রোধকল্পে নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো সার্বক্ষণিক সচল রাখা, পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীদের কার্যক্রম বেবিচক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং করবে;

১৭.৩ প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Redline Aviation Security Ltd. তাদের কার্যক্রম সমাপ্তি ও প্রকল্প সমাপ্তির পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে কিনা তার নিশ্চয়তা মন্ত্রণালয় প্রদান করবে এবং সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ছাড়াই তাদের বিল পরিশোধ করেছে কিনা তাও যাচাই করে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.৪ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প /সমীক্ষা সমাপ্তির পরে আইএমইডি ’র পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প /সমীক্ষা সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল তথ্যসম্বলিত পিসিআর আইএমইডি’তে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৫ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৪.০ প্রকল্প এলাকা : ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর, যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দর

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৯৩২৮.৫৭ ১০৪৪৪.৯১ ১৮৮৫৮.৬০	২০৯৩৯.৪২ ২০৮০.৮২ ১৮৮৫৮.৬০	২০৪৮৬.৭৫ ১৬২৮.১৫ ১৮৮৫৮.৬০	জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭	জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৮	- ৮৮৪১.৮২ - (৩০.১৫%)	১ বছর (৩৩.৩৩%)

■ বেবিচক ও জাইকার অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৬টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে। দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বিদ্যমান বিমানবন্দরসমূহের এয়ার ট্রাফিকের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বিমানবন্দরে কমিউনিকেশন ও নেভিগেশন সার্ভেইল্যান্স (সিএনএস) ব্যবস্থায় উড়োজাহাজ পরিচালনা ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থার ইক্যুইপমেন্টগুলো অনেক পুরাতন এবং প্রায়শঃই ঠিকভাবে কাজ করে না। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বর্তমানে এই বিমানবন্দরে কোন Primary Surveillance Radar (PSR) এবং Secondary Surveillance Radar (SSR) নেই। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩০ বছরের পুরাতন যে ১টি PSR এবং SSR রয়েছে সেটি সমগ্র বাংলাদেশের Flight Information Region (FIR) কভারেজের জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কভার ও এর সার্ভেইল্যান্স গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে Airport Surveillance Radar (ASR) এবং SSR স্থাপন করা প্রয়োজন। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ১৯৭৭ সালে তেজগাঁও বিমানবন্দরে স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কুর্মিটোলায় স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ATC simulator এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি প্রয়োজন। বিমানবন্দর ও এয়ারক্রাফটের অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য Fire Fighting Vehicles অত্যন্ত জরুরি। বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও বিমান উঠা-নামায় এয়ার ট্রাফিকের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ** কমিউনিকেশন ও নেভিগেশন সার্ভেইলান্স (সিএনএস) ব্যবস্থা এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকরী এয়ার ট্রাফিক সেবা প্রদান এবং বাংলাদেশে নিরাপদ বিমান পরিবহন সুবিধাদির বাস্তবায়ন।

- সিভিল এভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টারে (সিএটিসি) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি উন্নতকরণ;
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ারক্রাফটের দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিমানবন্দরের উদ্ধার কাজ ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- বাংলাদেশের বিমান পরিবহণ খাতের সার্বিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পিএসআর এবং এসএসআর স্থাপন- ১ সেট

(খ) ডিভিওআর এবং ডিএমই ফর যশোর এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দর- ২ সেট

(গ) এটিসি সিমুলেটর ফর সিএটিসি- ১ সেট

(ঘ) ব্যাগেজ ইন্সপেকশন সিস্টেম ফর এইচএসআইএ- ৫টি

(ঙ) এয়ারপোর্ট রেসকিউ এবং ফায়ার ফাইটিং ভেহিকেল ফর এইচএসআইএ- ২ সেট

(চ) একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম ফর এইচএসআইএ- ১টি

(ছ) স্প্যায়ার্স পার্টস অব অল সাপ্লাই ইক্যুইপমেন্টস্- ১টি

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	পরামর্শক	থোক	-	৬৬২.৯০		৬৬২.৯০
২	ব্যাংকিং কমিশন	থোক	-	৪.৪৩		৩.১৪
৩	প্রশিক্ষণ	জন	**২৭০**	৩২৪.৮৫		৩২৪.৮৫
৪	প্রশাসনিক ব্যয় (সম্মানী, ফি ফর বিএইআরএ, বিটিআরসি এবং এসওবি)	থোক	-	৮০.০০		৭৯.০৮
৫	আইটি, ভ্যাট	থোক	-	১৯৭.৮৫		১৯৭.৮৫
৬	ট্রান্সপোর্ট (হায়ারিং)	সংখ্যা	১	১৩.০০		০
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১২৮৩.০৩**		**১২৬৭.৮২**
	খ) মূলধনঃ					
৭	পিএসআর এবং এসএসআর ফর এসএআইএ স্থাপন	সেট	১	৮৪৭৩.২৪		৮৪৭৩.২৪
৮	ডিভিওআর এবং ডিএমই ফর যশোর এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দর	সেট	২	১৯৭৩.৩৫		১৯৭৩.৩৫
৯	এটিসি সিমুলেটর ফর সিএটিসি	সেট	১	১৩৪৬.১৬		১৩৪৬.১৬
১০	ব্যাগেজ ইন্সপেকশন সিস্টেম ফর এইচএসআইএ	সংখ্যা	৫	১৬৩৯.৮২		১৬৩৯.৮২
১১	এয়ারপোর্ট রেসকিউ এবং ফায়ার ফাইটিং ভেহিকেল ফর এইচএসআইএ	সেট	২	২৪১৬.০০		২৪১৬.০০
১২	একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম ফর এইচএসআইএ	সংখ্যা	১	৬২৪.৭৬		৬২৪.৭৬
১৩	পিবিএন প্লাইট প্রসিডিউর ডিজাইন সিস্টেম ফর সিএএবি	সেট	১	২৩২.৯২		২৩২.৯২
১৪	স্প্যায়ার্স পার্টস অব অল সাপ্লাই ইক্যুইপমেন্টস্	সংখ্যা	১	১১৬৪.৬০		১১৬৪.৬০
১৫	রাডার ডিসপ্লে ওয়াক স্টেশন উইথ টু সফটওয়ার লাইসেন্স	সংখ্যা	২	২৯৪.৩৬		০
১৬	অন্যান্য কাজ	থোক	-	৩৫৫.১৭		৩৪৮.১৭
১৭	সিডি/ভ্যাট	থোক	-	১১৩৬.০১		৯৯৯.৯১
	উপ-মোট (রাজস্ব):			**১৯৬৫৬.৩৯**		**১৯২১৮.৯৩**
	মোট (রাজস্ব + মূলধন)			**২০৯৩৯.৪২**		**২০৪৮৬.৭৫**

৯.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u> বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুধু সফটওয়ারসহ দুটি রাডার ডিসপ্লে ওয়ার্ক ষ্টেশন সরবরাহ প্রয়োজন না হওয়ায় উক্ত অংগ বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

১০.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটি ২৯৩২৮.৩৭ লক্ষ টাকা (বেবিচক- ১০৪৪৪.৯১ লক্ষ টাকা ও জাইকা- ১৮৮৫৮.৬০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

□ হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর হতে সারা দেশের বিমানবন্দরসমূহের কভারেজ ভিডিও মনিটর করার জন্য নতুনভাবে দুটি রাডার ডিসপ্লে ওয়ার্ক ষ্টেশন স্থাপনের ব্যয় ২৯৪.৩৬ লক্ষ টাকা (সংস্থার নিজস্ব) প্রাক্কলন করে আলোচ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি ১৮/১২/২০১৭ তারিখে সংশোধন করা হয়।

সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৯৩৯.৪২ লক্ষ টাকা (বেবিচক- ২০৮০.৮২ লক্ষ টাকা ও জাইকা- ১৮৮৫৮.৬০ লক্ষ টাকা) মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	সংস্থা	প্রঃসাঃ		মোট	সংস্থা	প্রঃসাঃ
২০১৪.২০১৫	২২০.৫৬	-	২২০.৫৬	-	২২০.৫৬	-	২২০.৫৬
২০১৫-২০১৬	৩৪৫৬.৭২	১৩১.০৩	৩৩২৫.৬৯	-	৩৪৫৬.৭২	১৩১.০৩	৩৩২৫.৬৯
২০১৬-২০১৭	১৬৭৯৫.৫৩	১৪৮৩.১৮	১৫৩১২.৩৫	-	১৬৭৯৫.৫৩	১৪৮৩.১৮	১৫৩১২.৩৫
২০১৭-২০১৮	৪৬৬.৬১	৪৬৬.৬১	-	-	১৩.৯৪	১৩.৯৪	-
মোটঃ	**২০৯৩৯.৪২**	**২০৮০.৮২**	**১৮৮৫৮.৬০**	**-**	**২০৪৮৬.৭৫**	**১৬২৮.১৫**	**১৮৮৫৮.৬০**

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব এ,কে এম আতাউল ইসলাম পরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ), সিএএবি, সদর দপ্তর	জুলাই ২০১৪	জানুয়ারি ২০১৫
০২	জনাব মো: মাহাবুবুর রহমান উপ-পরিচালক (আর এন্ড এন), সিএএবি, সদর দপ্তর	ফেব্রুয়ারি ২০১৫	জুন ২০১৮

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১ সেট পিএসআর এবং এসএসআর ৮৪৭৩.২৪ লক্ষ টাকায় স্থাপন করা হয়।

১৩.২ যশোর এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নিরাপত্তার জন্য ২ সেট ডিভিওআর এবং ডিএমই ১৯৭৩.৩৫ লক্ষ টাকায় স্থাপন করা হয়।

১৩.৩ বিমানবন্দরে সিভিল এভিয়েশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য ১ সেট এটিসি সিমুলেটর ১৩৪৬.১৬ লক্ষ টাকায় স্থাপন করা হয়।

১৩.৪ কুর্মিটোলায় বিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এয়ার ক্রাফট ট্রাফিক কন্ট্রোল বিষয়ে বিমানবন্দরে কর্মরত ২৭০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ ৩২৪.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের ব্যাগেজ তল্লাশীর জন্য ৫টি ব্যাগেজ ইন্সপেকশন সিস্টেম মেশিন ১৬৩৯.৮২ লক্ষ টাকায় স্থাপন করা হয়।

১৩.৬ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিনির্বাপনের জন্য ২টি ফায়ার ফাইটিং ভেহিকেল ২৪১৬.০০ লক্ষ টাকায় সরবরাহ করা হয়।

১৩.৭ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১ সেট একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম ৬২৪.৭৬ লক্ষ টাকায় সরবরাহ করা হয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

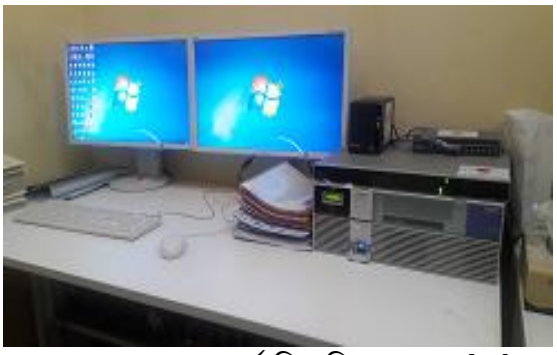
আইএমইডি কর্তৃক ২৮/০২/২০১৯ তারিখে সৈয়দপুর বিমানবন্দর , ৩১/০৩/২০১৯ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার কাজে স্থাপিত প্রকল্পের বিভিন্ন স্ক্যানিং মেশিন ও যন্ত্রপাতি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ বিমানবন্দরের টার্মিনালে যাত্রীর মালামাল ও হ্যান্ড ব্যাগ স্ক্যানিং করার জন্য ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (হোল্ড ব্যাগেজ), ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন (কেবিন ব্যাগেজ) ও এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়। বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে যাত্রীর ব্যাগেজ ও হ্যান্ড ব্যাগ দুই স্তরের স্ক্যানিং করা হয়। ফলে কোন যাত্রী কোন বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে বিমানে আসা-যাওয়া করতে পারবে না।

১৪.২ হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান , বিমানবন্দর দিয়ে যেসব যাত্রী আসা-যাওয়া করবে, প্রত্যেকের শরীর, হাতব্যাগ ও লাগেজ অনায়াসে স্ক্যানিং করা সম্ভব হচ্ছে। ডুয়াল ভিউ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিনের সাহায্যে কোন লাগেজের ভেতরে কোন লিক্যুইড পদার্থ , অস্ত্র, বিস্ফোরক বা অন্য কোন বিপজ্জনক ডিভাইস/পদার্থ থাকুক না কেন এসব মেশিনের সাহায্যে সহজেই তা ধরা পড়বে। কোন যাত্রীর শরীরেও কোন ডিভাইস থাকলে তাও সহজেই স্ক্যানিং করা সম্ভব হচ্ছে।

১৪.৩ পরিদর্শনকালে এ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পরিচালনাকারী বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত পরিচালক, নিরাপত্তা কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় কালে এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদির গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে এবং বহির্বিশ্বে এর ফলে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বর্তমানে বিস্ফোরকসহ সকল ধরনের ডিভাইস ও লিক্যুইড পদার্থ সহজেই স্ক্যানিং করা সম্ভব হচ্ছে।

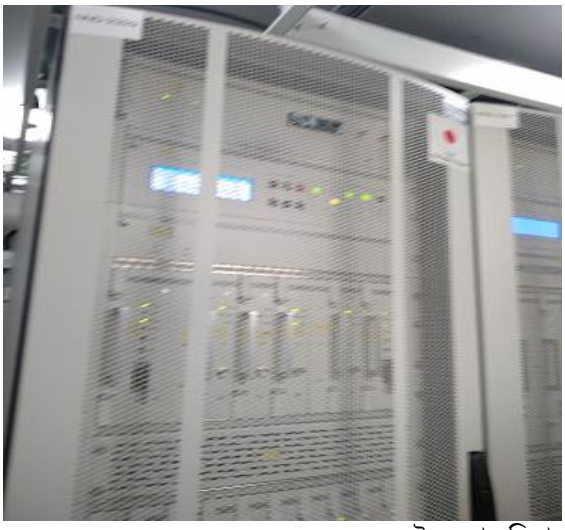
১৪.৪ প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।



হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে Flight Procedure Design System (FPDS) মেশিন

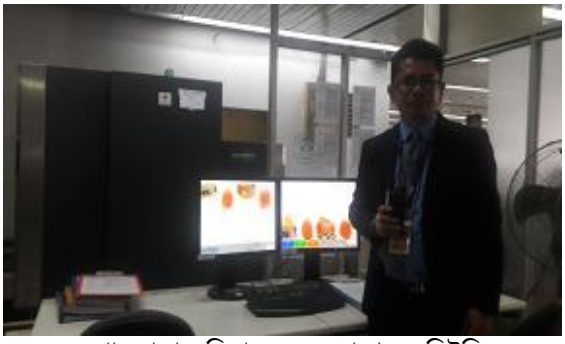


সিভিল এভিয়েশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে টার্মিনালে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় ATC Simulator প্রশিক্ষণ মেশিন





সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর



হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে ব্যাগেজ মনিটরিং-এর জন্য Dual View Machine



প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত আগুন নেভানোর গাড়ি

১৪.৫ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	ডিপিপি সংস্থান	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
০১	লট-১: রাডার ১ সেট, ডিভিওআর এবং ডিএমই ২ সেট, এটিসি সিমুলেটর ১ সেট, পিবিএন ফ্লাইট প্রসিডিউর সিস্টেম ১ সেট, খুচরা যন্ত্রপাতি	১৩৩২৫.০০	১৩৩২৫.০০	১২/১১/১৫	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭
০২	লট-২: ব্যাগেজ ইন্সপেকশন সিস্টেম ১ সেট, ফায়ার ফাইটিং ২টি গাড়ী , একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম ও খুচরা যন্ত্রপাতি	৪৮৭১.০০	৪৮৭১.০০	১২/১১/১৫	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭
০৩	পরামর্শক সেবা	৬৬৩.০০	৬৬৩.০০	০১/১১/১৪	৩০/০৬/১৭	৩০/০৬/১৭

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) সিভিল এভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টারে (সিএটিসি) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি উন্নতকরণ;	বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষের কুর্মিটোলাস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পিবিএন ফ্লাইট প্রসিডিউর সিস্টেম মেশিন স্থাপন করা হয়। বিমানবন্দরে বিমান ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রকল্প চলমানকালে ২৭০ জন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ারক্রাফটের দুর্ঘ টনা রোধকল্পে বিমানবন্দরের উদ্ধার কাজ ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন;	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ারক্রাফটের দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিমানবন্দরের উদ্ধার কাজ ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উন্নয়নে ২টি গাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে।
৩) বাংলাদেশের বিমান পরিবহণ খাতের সার্বিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।	বিমানবন্দরগুলোতে ব্যাগেজ মনিটরিং সিস্টেমের জন্য এ প্রকল্প থেকে ৫টি Dual View Machine স্থাপন করা হয়। এ মেশিনের সাহায্যে প্রতিটি ব্যাগের একত্রে দুটি View দেখা যায়। ফলে কোন ব্যাগে বিস্ফোরক বা নিষিদ্ধ কোন বস্তু থাকলে তা সহজে ধরা পড়ে। তাছাড়া ৫টি ETD মেশিন স্থাপন করা হয়। এতে বিমান বন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ ঢাকার কুর্মিটোলায় সিভিল এভিয়েশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাইলট ও প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণের জন্য ATC Simulator স্থাপন করা হয়। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বিমানবন্দর টার্মিনালে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কিভাবে বিমান উঠা -নামা করবে তার যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাইলট ও এয়ার ট্রাফিক টার্মিনালে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের ৩ সপ্তাহব্যাপী ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদা ন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একজন সহকারী

পরিচালক/প্রশিক্ষক জানান , ATC Simulator স্থাপন করায় সফটওয়ারের মাধ্যমে টার্মিনালে এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সহজ হয়েছে।

১৬.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি /স্ক্যানিং মেশিন ৩টি বিমানবন্দরে স্থাপ ন করা হয়েছে। এসব মেশিনগুলোর গ্যারান্টি কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সিএএবি কর্তৃপক্ষ কিভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে , এসব মেশিন মেরামতের জন্য সিএএবি কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল রয়েছে কি -না তা জানা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে গ্যারান্টি কাল বলবৎ থাকায় সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের সহায়তায় যথাযথ সম্মানী প্রদানের মাধ্যমে মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এসব মেশিন মেরামতের জন্য যথাযথ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রয়োজন রয়েছে।

১৬.৩ প্রকল্পের সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি সনাক্ত করার জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি/স্ক্যানিং মেশিনগুলোর গায়ে প্রকল্পের নাম প্রিন্ট করে স্টিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত স্টিকার যন্ত্রপাতির গায়ে থেকে উঠে যেতে দেখা যায়। যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকল্পের নাম লিখা প্রয়োজন ছিল। যাতে যন্ত্রপাতির গায়ের লেখা উঠে না যায়।

১৬.৪ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্নি নির্বাপকের জন্য প্রকল্পের আওতায় জাইকা থেকে ২টি বড় ফায়ার ফাইটিং গাড়ি সরবরাহ করা হয়। গাড়ি ২টি সরবরাহ করায় বিমানবন্দরের আগুন নিভানোর জন্য উপকার হয়েছে। কিন্তু সরবরাহের পর ১টি গাড়ি সাপ্তাহিক মহড়ার সময় উল্টে গিয়ে দু র্ঘটনায় পতিত হয়। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ গাড়িটি প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ করছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৬.৫ এ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। তথাপিও বিমানবন্দরে যাত্রীদের ব্যা গেজ কাটা /চুরি করা , অনুমোদন ব্যতিরেকে স্বর্ণ , অবৈধ মালামালসহ অন্যান্য মালামাল নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে প্রবেশ করা হয়। নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের অনাকাংখিত কার্যক্রম পরিহার করা সম্ভব হবে।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে এ প্রকল্পের ক্রয়কৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি /স্ক্যানিং মেশিন /ইটিডি পরিচালনার জন্য দায়িত্বরত কারিগরি জনবলের মনিটরিং ব্যবস্থা বেবিচক কর্তৃক আরও জোরদার করা প্রয়োজন;

১৭.২ প্রকল্পের একটি অগ্নি নির্বাপক গাড়ি প্রশিক্ষণের মহড়া দেয়ার সময় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। বর্তমানে গাড়িটির মেরামত কাজ চলমান রয়েছে। গাড়িটি দ্রুত মেরামত সম্পন্ন করে বিমানবন্দরের ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনে সংযুক্ত করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি /স্ক্যানিং মেশিনগুলো ভবিষ্যতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ কোন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

১৭.৪ যে কোন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন প্রতিরোধ এবং দেশের সকল বিমানবন্দরে যাত্রীদের নিরাপদ গমনাগমনের জন্য বিমানবন্দরগুলোতে স্থাপিত স্ক্যানিং মেশিন সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে;

১৭.৫ ভবিষ্যতে দেশের সকল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Dual View Machine এবং ETD মেশিনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৭.৬ বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রীদের ব্যাগেজ কাটা/চুরি যাওয়া রোধকল্পে নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো সার্বক্ষণিক সচল রাখা, পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীদের কার্যক্রম বেবিচক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং করবে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।